রাঙা সখী ভালো থেকো

বাসুদেব দেব

RANGA SAKHI BHALO THEKO
১৯৮০/ফেব্রুয়ারি
আলিপুর । কলকাতা-২৭

প্রকাশন ঃ
মহাদিগন্ত প্রকাশ সংস্থা
বারুইপুর
২৪ পরগণা

মুদ্রন ঃ
মহাদিগন্ত মুদ্রণী
বারুইপুর
২৪ পরগণা

মূল্য এক টাকা

গায়ত্রী

জাগরণ দিয়েছি তোমাকে
স্বপ্ন ঘুম সব

দিয়েছো যন্ত্রণা ভরা রাত
স্পর্শহীন দুঃখের উৎসব

মূর্খতা

কাল খুব দুঃখ দিয়েছিল কেউ
সেই দুঃখ পূর্ণিমায় ইতিহাস হতে চেয়েছিল
হাত থেকে স্পর্শ উড়ে গিয়েছে উধাও
মূর্খতায় মমতায়
ভালোবাসা অভিধান থেকে
উঠে এসে বয়েস ও সাড়ি বদলালো
দুঃখী কলকাতা তাকে কিনে দিল
এক থোকা ফুল
স্বপ্নের ভিতর কেউ উড়িয়েছে টিকিটের নরম কাগজ
এক জন্ম ম্যাটিনির সামান্য আঁধার
ফিরে ফিরে আসি
বুবুল তোমার জন্য শিশিরে ও গাড়ির চাকায়

রাত একটা

তুমি কেন একা একা ঘুমাও অমন
ঘুমাও অন্যের ঘরে চিরদিন
মধ্যবয়সের চাঁদ মাঝরাতে উঠে বিছানায়
জেগে থাকে ডিজেল পুড়িয়ে
তীক্ষ্ণ তরবারি তার পাশে জ্বলে
তোমার মশারি
কাল রাতে কেঁপে উঠেছিল ?
গভীর রাত্তিরে ?

ঋণ

দিন দিন বাড়ে ঋণ
তোমার হাসির টুকরো ভাঙা কাচ
বিঁধে থাকে বুকে
বিঁধে থাকে জ্যোৎস্নার চিরকুটে লেখা
অসম্ভব প্রতিশ্রুতি
তুমি চলে গেলে নিঃস্ব হয়ে যায় কলকাতা

অন্ধকার বাড়ি আর রেকাবিতে ঠাণ্ডা ভাত
হিম কুয়াশায় মাঠ পাড়ি দিয়ে
রোজ রোজ ফেরা
এ সব-ই তোমার ঋণ
প্রতিদিন বাড়ে

দেরাজ

তোমার আঁচল এসে বাতাসের মত
একবার লেগেছিল বুকে
সেখানে অজস্র চোরকাঁটা
নিয়ন আলোর নিচে হেমন্তের পোকা
আদাল দেরাজে মুঠো মুঠো অন্ধকার
অকেজো কাগজ আরশোলা
অসতর্ক দিন
আর কষ্ট দিতে পারে যারা খুব
তাদের অম্লান স্মৃতি
বুবুল তোমার জন্যে সুখে থাকা এবারও হলো না

শীত

শীতে ভরে গেছে কলকাতা
বাদামি পাতার গায়ে লাল পোকা
হাওয়ায় ভাসান
শীতে ভরে যায় কলকাতা
তুমিও বিঁধেছ বুকে নবমীর চাঁদ
হেস্টিংস হাউসের খুব উপরেই ছিলে
পিন কুশনের মত শীতের আকাশ
ঘূরণ চেয়ারে তুমি মাঝখানে
আয়েসা খাতুন
কেবল উড়ন্ত চুল কপালের ওপর ভেঙেছে

আমি নিচু হয়ে দেখি তোমার পায়ের পাতা
কেমন সেজেছে আজ
খসে পড়া পাতায় পাতায়
আমার সকল শব্দ ধ্বনি ভেঙে কত দ্রুত
চলে যেতে পারে

কাঁটা

পায়ে কাঁটা ফুটেছিল তুলি নি এখনো
ভিতরে সে গেছে আরো
মর্মমূলে কুয়াশায় কচুরিপানার গূঢ় নিচে
পরিণামহীন রুক্ষ দুঃখের অঙ্কুর
জেগে ওঠে প্রতিদিন
পেয়ালা পিরিচে
তীক্ষ্ণ করাতের শব্দ মোটরের প্লুত আর্তনাদ
ভীড়ের প্রবল রাগ তারই মাঝখানে
রক্তমুখী ঠোঁটে তার বিষাদের স্বাদ
শহুরিয়া চাঁদ ঢলে পড়েছে সে বিষে

সেই বিষে প্রিয়সখী বেঁচে থাকি উত্তর চল্লিশে

বাগান

তোমার বাগান থেকে কটি দিন
দিয়েছিলে ধার
বাল্যকালের তারা ভিতর পকেটে
জাগরণে আবার জাগানো
ঘুমের ভিতর ডাকা
জলে ঘূর্ণি খর প্রপেলার
ভুল করে ফেলে যাওয়া
অতিরিক্ত ব্যবহার কিছু
ফেলে যাওয়া নিজের রুমাল

ভালো নয় রাঙা সখী
আর দেখা হবে না তো কাল

এলবাম

শুধু প্রেম নয় বুঝি শুধু ধূপ শিশুর খেলনা
টেলিফোনে ভুলে যাওয়া ডাক
আয়নার নিচে সেফটিপিন
টেবিলের এক পাশে ঢেকে রাখা জলের গেলাশে
সেই যে ঘুমন তৃষ্ণা
সব আছে উপহার পাওয়া এলবামে
কয়েকটি উড়ে যাওয়া দিন

শেষ নভেম্বরে এখনো এলো না ভেসে
হাওয়ায় শীতের ডানা
রোদ্দুরের খামে তোর নতুন ঠিকানা
কেবল নোঙরে জল, বালি আর মরিচার চুপচাপ স্মৃতি
খসে পড়া পাতা কার নিরালা চাউনি
বুকে এসে লেগেছিল পথে অন্ধকার সন্ধ্যার বেহাগ
রাঙা সখী সে কি তোর শরীর সম্ভব ?

লিপস্টিক

তোমার অধর প্রান্তে দ্রাক্ষাকুঞ্জ রেখেছ লুকিয়ে
আমার জন্মান্ত তৃষ্ণা সেইখানে ভিখিরির মত
নিচু হয়ে থাকে এক পবিত্র প্রার্থনা
অসমাপ্ত চুম্বনের রঙে পূর্ণিমাও হেরেছে সেদিন রাঙাসখী

পিকনিক

বড় দ্রুত চলে গেলে তুমি
এই ভালো
অনন্ত যে ইন্দ্রধনু সে কেবল আসবাব হয়
চলে যাবে বলে
আরোই সুন্দর করে দিলে
এই ভুল
শীতের রোদ্দুর ঐ হাসি
কপালের চূর্ণ কটি চুল
আর মুখর পিকনিক
যশোর রোডের পাশে
বড় দ্রুত শেষ হয়ে যায়

ধূপ

খুব ভোরে জেগেছি তো আজ
স্বপ্নে তুমি সারারাত ছিলে
বাগানে ফুটিয়ে গেছ অসম্ভব লাল
সব দুঃখ হলো গতকাল

পাখি ডাকা ভোর আজ তুমি
শীতের নিবিড় নীল
মাঠের সবুজ
বাহির পৃথিবী জুড়ে রোদ
ভিতরের ঘরে পিলসুজ

ছুঁতে সাধ হয়েছিল খুব
জ্বেলে দিয়ে গেছ শুধু ধূপ
আজীবন ঋণী তাই হাওয়া
এই ভালো বুক ভাঙা ভালো
রাঙা সখী এই আসা যাওয়া

স্বপ্ন

সে ছুঁয়ে দেখেনি কিছু
বাড়ি ঘর মাংস ও মগজ
নক্ষত্র গোলাপ কিংবা খাঁচার ময়না
সে-ই অপরাধে
স্বতঃসিদ্ধ মৃত্যুকে পেয়েছি প্রতিদিন

সে ছুঁয়ে দেখেনি কিছু
অভিমান গার্হস্থ্যের ক্ষয়িষ্ণু সাবান
টবে ফুল গ্রন্থের শিকল
তাই সব মরে যায় প্রতিদিন
কেবল আমার স্বপ্নটুকু
বেঁচে থাকে কেননা সে তার মধ্যে
ছিল একদিন

সাগরমেলা ১৯৮০

সমুদ্রের কাছে কিছু রেখে গেলে ঋণ
সাদা বালি করতালি মুখরিত দিন
ঈষৎ বাঁকানো গ্রীবা, উড়াল আঁচল
পায়ের পাতায় নত নীল লোনা জল
হলুদ টিকেট কিছু [ভাঙা কাচ]
পাতায় সিঁদুর
ছুঁড়ে দেওয়া কটি কথা, [চূর্ণ হাসি।]
কি-দূর
দুরান্ত ঐ সাগরের পাখি উড়ে যায়
আমাদের এই মেলা, শীত রোদ
হঠাৎ ফুরায়—
লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে
তোমাকে খুঁজেছে কেউ
ঢেউ শুধু ঢেউ চিরকাল কি যেন খুঁজেছে
মেলায় হারানো ছেলে ফিরে পেলে
যে রকম খুসী হয় গ্রামের বধূটি
সে রকমই সূর্যোদয়ে তোমাকে পেয়েছি
আমার ভারতবর্ষ, ভালোবাসা,
পথিকের অন্তহীন পথ
সাগর সঙ্গমে এসে অনন্তের মুখোমুখি চায়
শিশুর হাসির স্বর্গ, [রমণীর কপালে সিঁদুর]
কুঁড়েঘরে তুলসী প্রদীপ।
এরই জন্য বারে বারে ফিরে ফিরে আসা
ধুলো পায়ে—
যেতে যেতে ফিরে চেয়েছিলে বলেছিলে
দেখা হবে . .
দেখা হবে দেখা হবে
ঐ কটি কথা ভেসে যায় পাখি হয়ে
দিগন্তের খাঁচা ভেঙে
আমাদের বুক ভেঙে
আরো দূর নীলিমার দিকে

১৬. ১ ১৯৮০